তাহকিমুল কাওয়ানিন

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ

[আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন না করা কুফর]

أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغون

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ

তারা কি জাহেলিয়াত এর বিধান কামনা করে?

আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর থেকে উত্তম বিধানদাতা আর কে রয়েছে?

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

তাহকিমুল কাওয়ানিন

জিব্রাইল আমীনের (আলাইহিস সালাম) মাধ্যমে মুহাম্মাদের (সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল এ উদ্দেশ্য যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় মানুষকে সতর্ক করবেন, জাতিসমূহের মাঝে তা দিয়ে বিচার করবেন এবং মামলা-মোকাদ্দমা, বিবাদ ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান করবেন –অভিশপ্ত মানবরচিত আইনকে তার সমমর্যাদা দান করা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট কুফর আকবর।

কারণ তা সরাসরি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল –এর এই আয়াতের পরিপন্থী ও প্রত্যাখ্যান –

فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে অধিকতর সুন্দর।" (সূরা নিসা: ৫৯)

যে সকল লোকেরা নিজেদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাকিম তথা বিচারক বলে গ্রহণ করে না তাদের ঈমানকে আল্লাহ অত্যন্ত জোরালোভাবে নাকচ করে দিয়েছেন – আল্লাহ তাআলা না বাচক শব্দের পুনরাবৃত্তি ও কসমবাক্য যোগে তাদের ঈমানকে জোড়ালো ভাবে নাকচ করে দিয়েছেন।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

" আর নয় আপনার রবের শপথ তারা ঈমানদার নয় যাবত না তারা আপনাকে নিজেদের মতভেদ পূর্ণ বিষয়ে ফয়সালাকারী রূপে গ্রহণ করবে অতঃপর আপনার কৃত ফয়সালার মাঝে তারা নিজেদের মনে কোন সংকোচ রাখবেনা এবং পরিপূর্ণরূপে মেনে নেবে।"(সূরা নিসা: ৬৫)

আল্লাহ ঈমানদার হওয়ার জন্য কেবল রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিচারক রূপে গ্রহণ করাকে আল্লাহ যথেষ্ট করেননি, বরং আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন,

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ

"অতঃপর তারা আপনার কৃত ফয়সালায় নিজেদের মনে কোন সংকোচ রাখবে না।" (সূরা নিসা: ৬৫)

উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ "হারজ" অর্থ "সংকীর্ণতা"। অর্থাৎ তারা আপনার কৃত ফয়সালার সামনে উদারচিত্ত, উৎকণ্ঠা ও প্রশস্তমনা হবে। আল্লাহ তাআলা এ দুটি শর্তের (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সব বিষয়ে বিচারক হিসাবে গ্রহন করা এবং এ ব্যাপারে অন্তরে কোন সংকোচ না রাখা) সঙ্গে আরো একটি শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। আর তা হলো তারা রাসুল (সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধানকে পরিপূর্ণরূপে মেনে নেবে। আর তা এমন ভাবে যে, তারা নিজেদের খেয়ালখুশি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের কাছে নিজেদের সঁপে দিচ্ছে। আর এজন্যই এখানে আল্লাহ তাআলা তা'কিদপূর্ণ মাসদার, যা বক্তব্যকে জোরালো করে, যুক্ত করে বক্তব্যকে জোরদার করেছেন। যা কথায় সুস্পষ্টই বলছে যে, আল্লাহর কাছে ইমানদার গণ্য হবার জন্য শুধু সমর্পণই যথেষ্ট নয় বরং পরিপূর্ণরূপে শর্তহীনভাবে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে।

আর তুমি যদি প্রথম আয়াতটি নিয়ে চিন্তা কর অর্থাৎ,

فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً..

"আর যখন তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হয় তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও" (সূরা নিসা: ৫৯)

এখানে উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা শর্ত অর্থাৎ "তোমরা যদি কোন বিষয় মতভেদে লিপ্ত হও" এই অংশের পরে অনির্দিষ্ট শব্দ অর্থাৎ "যে কোন বিষয়ে" কথাটি উল্লেখ করেছেন। ফলে আরবি ব্যাকরণ এর নিয়ম অনুযায়ী মতভেদ হতে পারে এমন যেকোন বিষয়ই উল্লেখিত শর্তের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আরেকটু চিন্তা করলেই দেখবে যে, আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানের জন্যও একে শর্ত করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো"।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "উহা কল্যাণকর"। আর আল্লাহতালা যখন কোন বিষয়ে "খায়ের" বা কল্যাণকর শব্দ প্রয়োগ করে সে বিষয়টি কখনোই অকল্যাণকর হতে পারে না। বরং তা সম্পূর্ণটাই কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতে শুভ পরিণাম"। সুতরাং এ আয়াত একথাও বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো কাছে ফয়সালা নিয়ে যাওয়া শুধুই অনিষ্ট। অপরদিকে মুনাফিকরা বলে,

إنْ أَرَدْنا إلا إحْسانًا وتَوْفيقًا

"আমরা তো সদাচারণ এবং সামঞ্জস্যবিধানই করতে চাই" (সূরা নিসা: ৬২)

এবং তারা বলে,

إنّما نحنُ مُصلِحون

"আমরা তো শুধুই সংশোধন করতে চাই"। (সূরা বাকারাহ: ১১)

ألاَ إنّهم هُمُ المُفْسِدونَ ولكن لا يَشْعُرون

একারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের এই বক্তব্যকে রদ করে বলেছেন,

"জেনে রেখো এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা অনুভূতি রাখে না"। (সূরা বাকারাহ: ১২)

অপরদিকে বর্তমান মানবরচিত আইনের সমর্থকরাও বলে থাকে যে, তারা মানুষের প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করছেন। অথচ এটা স্রেফ রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধানের প্রতি কুধারণা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্টরূপে যা কিছু বর্ণনা করে দিয়েছেন তা অসম্পূর্ণ বলে ধারণা করা এবং এটা মনে করা যে আল্লাহর বিধান মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। যা নিসন্দেহেই আখিরাতে মন্দ পরিণামের কারণ।

দ্বিতীয় আয়াতে অর্থাৎ

فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم

"তাদের নিজেদের মাঝে উত্থাপিত বিষয়ে" (সূরা নিসা, ৬৫)

অংশটি নিয়ে যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে দেখতে পাবে যে এখানেও ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে। তাই এই আয়াত যে কোন প্রকারের বিষয়কেই এর অন্তর্ভুক্ত করবে। আর আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির ইমানকে নাকচ করে দিয়েছেন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত বিধানকে ব্যতি রেখে অন্য কোন বিধানের দিকে ছুটে যায়। যেমন মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إلى الذينَ يَزْعُمونَ أنّهم آمنوا بما أُنْزِلَ إليكَ وما أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أنْ يتحاكموا إلى الطاغوتِ وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهم ضلالا بعيدًا

"আপনি কি দেখেননি তাদেরকে যারা ভাবে যে তারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি। তারা তাগুতের কাছে নিজেদের বিচার নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার আদেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে চুড়ান্ত রূপে পথচ্যুত করতে চায়"। (সূরা নিসা: ৬০)

এখানে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা "যারা ভাবে" একথা উল্লেখ করে তাদের ঈমানকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমান আর বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে পরিত্যাগ করা এই দুটি বিষয় এক হতে পারে না। কারণ এর একটি অপরটিকে নাকচ করে দেয়।

আর তাগুত শব্দটি "তুগইয়ান" শব্দ থেকে নির্গত। আর তা হল সীমালংঘন।

কাজেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধানের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদন করল না, তারা তাগুতকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করেছে, এবং বিচারের জন্য তাগুতের দ্বারস্থ হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধানের মাধ্যমে বিচার সম্পাদন করা এবং কখনোই এর ব্যত্যয় ঘটাবে না। একইভাবে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হল কেবল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধান দ্বারা ফয়সালার জন্যই বিচারকদের দ্বারস্থ হবে। আর যারা বিচার সম্পন্ন এবং বিচার প্রার্থনার ক্ষেত্রে এছাড়া অন্য যে কোন কিছু গ্রহণ করবে সে সীমালঙ্ঘনের কারণে তাগুত সাব্যস্ত হল।

আর তুমি আয়াতের এই অংশটি অর্থাৎ

وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به

"অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার আদেশ করা হয়েছে"

নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখো। এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মানবরচিত আইনের সমর্থকরা একগুয়েমির সাথে আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ ব্যাপারে তারা এমন কিছু কামনা করে যা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত। বরং তাদের দায়িত্ব ও তাদের জন্য আবশ্যক হল তাগুতের

উপর অবিশ্বাস করা, তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাগুতের কাছ থেকে বিচার কামনা না করা।

فبدَّل الذينَ ظَلموا قولاً غيرَ الذي قيلَ لهُم..

"কিন্তু জালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছে পাল্টে ভিন্ন কথা বানিয়ে নিয়েছে" (সূরা বাকারাহ: ৫৯)

এরপর তুমি আয়াতের

ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهُم

"আর প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে চূড়ান্ত রূপে পথচ্যুত করতে চায়"

অংশটি নিয়ে চিন্তা কর। সুতরাং এটি হল গোমরাহি, অথচ মানবরচিত আইনের সমর্থকেরা একে হেদায়েত মনে করছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এসব কিছু হল মূলত শয়তানের পরিকল্পনা ও ফাঁদ। অথচ এই সমস্ত বোকা আইনপ্রণেতারা এটা ভাবছে যে তারা শয়তানের শয়তানি থেকে দূরে অবস্থান নিয়েছে। তারা মনে করেছে মানবতার কল্যাণ নিহিত হল শয়তানের পরিকল্পনা ও ফাঁদের মধ্যে, আর যা আদনানের শ্রেষ্ঠ বংশধরকে (মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠানো হয়েছিল (ইসলাম, শরীয়াহ) তার মধ্যে মানবতার কল্যাণ নেই, এবং তা এ থেকে অনেক দূরবর্তী!

আর এই লোকগুলোর খেয়ালিপনা কে নাকচ করে এবং এ ধরনের বিচার ব্যবস্থাকে জাহিলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে তার বিধান থেকে উত্তম বিধান হতেই পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَحُكمَ الجاهليةِ يَبْغونَ ومَنْ أحسنُ مِن اللهِ حُكمًا لِقومٍ يُوقِنون

"তারা কি জাহেলিয়াত এর বিধান কামনা করে অথচ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর থেকে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে রয়েছে"। (সূরা মায়েদা: ৫০)

তুমি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য কর যে তা কিভাবে ইঙ্গিত করছে যে বিচারব্যবস্থার এই বিভাজন স্পষ্টই দ্বিপাক্ষিক (অর্থাৎ হয় আল্লাহর হবে নয়তো গাইরুল্লাহর) আর আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যাই রয়েছে তা শুধুই জাহিলিয়াত। যা প্রমাণ করে যারা মানবরচিত আইন সমর্থন করে তারা হল জাহেলিয়াতের লোকেদের দলের অন্তর্ভুক্ত - চাই ওরা তা মানুক বা না মানুক। আসলে এই সব আইনপ্রনেতারা জাহেলিয়াতের লোকগুলোর থেকেও নিকৃষ্ট এবং অত্যধিক মিথ্যবাদী। কারন জাহেলিয়াতের লোকগুলো এই বিষয়ে দ্বিমুখী ছিলোনা। কিন্তু এরা দ্বিমুখী। একদিকে এদের দাবি যে তারা রাসুল সাঃ এর আনীত দ্বীনের উপর ইমান রাখে অন্যদিকে এরা এর বিরোধীতাও করে। এবং উভয়ের (কুফর এবং ইমানের) মাঝে নতুন পথ গ্রহন করতে চায়। এদের দৃষ্টান্ত দিয়েই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُولئكَ هُمُ الكافرونَ حَقًّا وأَعْتدنا للكافرينَ عذابًا مُهينًا

"ওরাই হল আসল কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি"
(সূরা নিসা: ১৫১)

এরপর তুমি লক্ষ্য করো কিভাবে এই আয়াতটি অর্থাৎ,

ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقوْمٍ يُوقِنون

"আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর থেকে উত্তম বিধানদাতা আর কে রয়েছে"

মানবরচিত আইনের সমর্থকরা তাদের আইনের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে যে কল্পনা ও নোংরা চিন্তা চেতনাপ্রসূত দাবি করে তা খন্ডন করে, এবং প্রশ্ন করে - আল্লাহর থেকে উত্তম বিধানদাতা আর কে রয়েছে?

তাফসীরে ইবনে কাসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তা'আলা তাদের তিরস্কার করেছেন যারা আল্লাহর বিধানকে ত্যাগ করে, সেই বিধান যা প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং প্রত্যেক অকল্যানকর বিষয়কে ফিরিয়ে রাখে। এই বিধানকে ত্যাগ করে তারা অনুগামি হয় খেয়ালখুশি, মতামত ও ঐসব আইনের আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের উপর নির্ভরশীল না হয়ে মানুষ যা নিজে থেকেই প্রণয়ন করেছে। যেমন

জাহিলিয়াতের লোকগুলো এসব ভ্রান্ত আর মূর্খতা সুলভ চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে ফয়সালা করত। যা তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মত প্রণয়ন করেছিল। এযেমন এর দ্বারা ফয়সালা করত তাতারীরা তাদের রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে যা তারা তাদের রাজা চেঙ্গিস খান থেকে গ্রহণ করেছে। যে তাদের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিল। যার বিধানগুলো সে বিভিন্ন সংবিধান থেকে বাছাই করে তৈরি করেছিল। যেমন তাওরাত-ইঞ্জিল কোরআন এবং আরো অন্যান্য বিভিন্ন উৎস। তাতে এরকম অনেক বিধান ছিল যা তার নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত। আর পরবর্তীতে তার বংশধরদের মাঝে এটাই অনুসৃত সংবিধান হিসেবে গৃহীত হয়। আর একে তারা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ এর উপর অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। তো **এটা যে করবে সে কাফির, এবং তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ**। যতোক্ষন না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিধানের দিকে ফিরে আসবে। সুতরাং কম বা বেশি যেকোনো বিষয়ে যেকোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান ছাড়া ফয়সালা করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون

"তারা কি জাহেলিয়াত এর বিধান কামনা করে"।

অর্থাৎ তারা কি আল্লাহর বিধান থেকে সরে এসে জাহেলিয়াতের বিধান চায় এবং কামনা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ

"আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর থেকে উত্তম বিধানদাতা আর কে রয়েছে"।

অর্থাৎ বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর থেকে অধিক ন্যায়বিচারক আর কেউ নেই ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার শরিয়তকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানদাতা এবং সৃষ্টির প্রতি তার দয়া তো মায়ের স্বীয় সন্তানের প্রতি দয়ার থেকেও অনেক বেশি। আর তিনি আল্লাহ

তো প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সকল ব্যাপারে পূর্ণ ন্যায়পরায়ন।

আর এর পূর্বে আল্লাহ তার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بما أنزل اللهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءهُم عَمّا جاءَك مِن الحقّ

"আর আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর মাধ্যমে ফয়সালা করুন। আর আপনার কাছে আসা সত্য থেকে সরে গিয়ে আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না"। (সূরা মায়েদা: ৪৮)

অন্যত্র বলেন,

وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ واحْذَرْهُم أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إليك..

"আর আমি আপনাকে এই মর্মে আদেশ করছি যে আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এর মাধ্যমে ফয়সালা করুন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে যা আপনার প্রতি নাযিল করেছেন"। (সূরা মায়েদা: ৪৯)

আর ইহুদিরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বিচার নিয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা তার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাদের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করা বা বিচারের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে বলেন,

فَإنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم أوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ

" আর তারা যদি আপনার কাছে আসে তাহলে আপনি তাদের মাঝে বিচার করুন কিংবা তাদেরকে এড়িয়ে যান। আর আপনি যদি তাদেরকে এড়িয়ে যান তাহলেও তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি ফয়সালা করেন তাহলে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন"। (সূরা মায়েদা: ৪২)

আর (আয়াতে উল্লিখিত) "ক্বিসত্ব" শব্দের অর্থ হল "ন্যায় বিচার"। আর আদতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধান ছাড়া কোন ন্যায় বিচার নেই। কেননা এছাড়া যা রয়েছে সবই হল অবিচার, জুলুম, ভ্রষ্টতা, কুফর ও ফিসকের মত মারাত্মক বিষয় সমূহ।

একারণে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে না তারাই হল কাফের"। (সূরা মায়েদা: ৪৪)

অন্যত্র বলেন,

ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمُون

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে না তারাই হল জালিম"। (সূরা মায়েদা: ৪৫)

এবং অন্যত্র বলেন,

ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقون

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়সালা করে না তারাই হল ফাসেক"। (সূরা মায়েদা: ৪৭)

তো তুমি দেখো কিভাবে আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগকারী শাসকদের দিকে "জুলুম, ফিসক ও কুফর" এর মতশব্দগুলো চাপিয়ে দিয়েছেন। আর **এটা তো অসম্ভব যে আল্লাহ তায়ালা তার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারীকে কাফির বলবেন আর সে কাফির হবে না। বরং সে অর্থাৎ সেই ফয়সালাকারী নিঃশর্তভাবে কাফেরে পরিণত হবে। এবার হয়তো তার কুফর আমলী বা আমলগত হবে কিংবা ই'তেকাদী বা বিশ্বাসগত হবে।**

ইমাম তাঊস রহঃ এবং অন্যান্যরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা একথার ইঙ্গিত দেয় যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারী ব্যক্তি হয় বিশ্বাসের দিক থেকে কাফির, যা তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়, অথবা আমলের দিক থেকে যা তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় না।

বিশ্বাসগত কুফর কয়েকশ্রেণীর হয়ে থাকে।

১/ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারী ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধানের সত্যতাকে অস্বীকার করে। এটা ইবনু আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত আয়াতের অর্থ। ইবনে জারীর রহঃ বলেন যে আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করা। এই অর্থে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারী ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা তাদের মাঝে সর্বসম্মত স্বীকৃত মূলনীতি হলো যে, যে কেউ দ্বীনের কোন মূলনীতি কিংবা সর্বসম্মত শাখাগত মাসআলাকে অস্বীকার করবে সে কাফির। এবং সেও কাফির যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোন বিষয়ের একটি হরফও অস্বীকার করবে। এই প্রকারের কুফর তাকে সন্দেহাতীতভাবে দ্বীন থেকে বের করে দিবে।

২/ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারী ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে **সত্য বলে বিশ্বাস করে** কিন্তু এই বিশ্বাস রাখে যে অন্য কারো আইন রাসূলুল্লাহর আইন থেকে অধিকতর সুন্দর, পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব কল্যাণময়। কারণ মামলা-মোকাদ্দমায় এর প্রয়োজন রয়েছে। তার এই বিশ্বাস সর্বকালীন হোক কিংবা নব উদ্ভাবিত কোন সমস্যার সমাধানেই হোক;

নিঃসন্দেহে এরকম বিশ্বাস ধারণকারী কাফের। কারণ সে আল্লাহর বিধানের উপর মানব রচিত বিধান কে প্রাধান্য দিয়েছে। যা মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কিছু অসার চিন্তাভাবনা।

যুগের বিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তনে আল্লাহর বিধান কখনও পরিবর্তন হয় না আল্লাহর আইন তো হল একটি সর্বকালীন বৈশ্বিক আইন। যতদিন এই বিশ্ব থাকবে ততদিন এই বিশ্ব ভুবনে যত সমস্যার উদ্ভব হবে সব সমস্যার সমাধানই কিতাব কিংবা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর মাঝে পাওয়া যাবে। হয় সেই সমস্যার সমাধান সরাসরি কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ এর মাঝে থাকবে কিংবা ওলামায়ে মুজতাহিদগণ তা সেখান থেকে অনুসন্ধান করে পেশ করবেন। অপরদিকে ওলামারা যে বলেন যুগের পরিবর্তনের সাথে ফতোয়ার মাঝেও পরিবর্তন আ,সে তার অর্থ তেমন নয় যেমনটি শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে কম বোধসম্পন্ন এবং মূর্খ লোকেরা ধারণা করে থাকে। তাদের ধারণা ওলামায়ে কেরাম প্রবৃত্তির চাহিদা, দুনিয়াবী উদ্দেশ্য এবং তাদের ভুল চিন্তা ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ফতোয়া প্রদান করে থাকে। অথচ তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এবং তারা এ ধারণাও করে থাকে যে ওলামায়ে কেরাম কোরআন হাদিস কে তাদের সিদ্ধান্তের অনুগামী করে। এবং এই জন্য তারা পারতপক্ষে কিতাবুল্লাহর বক্তব্যকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে অর্থাৎ কিতাবের বক্তব্যকে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করে। অথচ যুগ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে ফতোয়ার পরিবর্তন তো তখনই হয়ে থাকে যখন তাতে শরঈ মূলনীতি, গ্রহণযোগ্য ইল্লাত বা কারণ এবং আল্লাহর অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকে। আর ওলামায়ে কেরাম ফতোয়ার পরিবর্তন দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু এটা তো জানা কথা যে, তথাকথিত আইন প্রণেতারা এই মূল উদ্দেশ্য থেকে শত-সহস্র মাইল দূরে। এবং তারা যা কিছু প্রণয়ন করে তা তাদের খেয়াল-খুশি মত প্রণয়ন করে থাকে। বাস্তবতাই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

৩/ মানব রচিত আইন দ্বারা ফয়সালাকারী ব্যক্তি **সেই বিধানকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের বিধান এর চেয়ে উত্তম তো মনে করে না কিন্তু তার সমপর্যায়ের মনে করে। এটা পূর্বের দুই প্রকারের মতই সন্দেহাতীতভাবে কুফর। যে কুফর কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে মিল্লাত তথা দ্বীন থেকে বের করে দেয়।** কেননা এখানে মাখলুক তথা সৃষ্টিকে খালেক তথা স্রষ্টার সমপর্যায়ে মনে করা হচ্ছে যা কোরআনের বানীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ..

"তাঁর মত কোন কিছুই নেই"। (সূরা শুরা:১১)

এবং অন্যান্য আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা একথা প্রমাণ করে যে পূর্ণাঙ্গতা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। এবং তিনি সত্ত্বা, গুণ, কাজ, বিধান প্রণয়ন সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টির সামঞ্জস্যতা থেকে পূর্ণরূপে পবিত্র।

৪/ মানব রচিত আইন দ্বারা ফায়সালাকারী ব্যক্তি মানব রচিত আইনকে আল্লাহর আইনের সমান ভাবে না। কিন্তু এটা **মনে করে যে মানব রচিত আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা বৈধ।** তার বিধান **পূর্বোক্ত তিন প্রকারের লোকদের বিধানের মতই অর্থাৎ সেও কাফের।** কারণ সুস্পষ্ট হারাম বিধানকে সে বৈধ মনে করেছে।

৫/ এটি হল শরীয়াহ ও শরীয়াহর হুকুমের সবচেয়ে গুরুতর, পূর্নাঙ্গ এবং স্পষ্টধরণের একগুঁয়েমি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ অস্বীকার, এবং আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভয়ংকর শত্রুভাবাপন্নতা প্রদর্শন করে। আর তা হল শরিয়া আদালতকে চ্যালেঞ্জ করে এর সাথে অত্যাধিক সাদৃশ্য রাখে। আর তা হল মানবরচিত আইনের ওপর ভিত্তি করে বিচার, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, শাখাগত বিধান, আইন প্রয়োগে বাধ্য করা ও এর তত্তাবধান, বিচারকার্য সম্পন্ন করা ও কারো প্রতি মামলা আরোপ করা হলে উৎসমূল হিসেবে ঐ আইনের ব্যবহার – ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে শরিয়াহ আদালতের সমান্তরালে মানবরচিত আদালতের স্থাপনা ও বিচার। যেমনিভাবে শরিয়া আদালত এর কিছু উৎসমূল ও গঠনতন্ত্র রয়েছে যা কুরআন-সুন্নাহর থেকে গৃহীত। অনুরূপভাবে এই কুফরি আদালতেরও কিছু উৎসমূল গঠনতন্ত্র আছে। যা গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন শরীয়তের মানব রচিত আইন থেকে। যেমন ফরাসি আইন, আমেরিকান আইন, ব্রিটেন আইন ইত্যাদি। অনেক মুসলিম দেশগুলোতেও এ প্রকারের আইন প্রচলিত আছে। এবং জনগণও এই আইনের টোপ গিলে দলে দলে এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর আদালতে লোকদের মাঝে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন দ্বারা ফায়সালা করা হচ্ছে। তাদের উপর এটাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আইন দ্বারা কৃত ফায়সালা মেনে নিতে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

এর চেয়ে বড় কুফর আর কী হতে পারে? আল্লাহর রাসূলের প্রতি এরচে ধৃষ্টতাপূর্ণ বিরোধিতা আর কী হতে পারে?

উপরে আমরা বিশদভাবে যা কিছু আলোচনা করলাম তার দলিলসমূহ তো সর্বজনস্বীকৃত। তাই এখানে এই ছোট্ট পুস্তিকায় তা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না।

হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! হে বুদ্ধিমান জাতি! হে বিবেকবান বন্ধু! তোমাদের মত লোকেরা বা তোমাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাদের উপর আইন প্রণয়ন করছে। তাদের চিন্তা-চেতনাকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তোমরা কিভাবে মেনে নিতে পারছো? অথচ তারা ঘুনে ধরা পাপিষ্ট। তারা ভুল পথে, ভুল গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে। তাদের প্রনয়ণকৃত আইনে শুদ্ধ বলতে কিছুই নেই। যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে কেবল ঐ অংশই, যা আল্লাহর শরীয়াহ থেকে নেয়া হয়েছে। তোমরাই তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছো যে, তারা তোমাদের জান তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্মান তোমাদের পরিবার তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সকল অধিকার এর মাঝে বিধান জারি করছে। কিভাবে তোমরা এটা মেনে নিতে পারছে? তারা তোমাদের মাঝে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের বিষয়টিকে তোয়াক্কা করছে না। আল্লাহর বিধানকে তারা পশ্চাতে ছুড়ে ফেলছে। অথচ আল্লাহর বিধানই এমন একমাত্র বিধান যাতে কোনই ভুল নেই। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"এতে মিথ্যার কোন প্রভাব নেই। সামনের দিক থেকেও নেই এবং পিছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"। (সূরা ফুসসিলাত: ৪২)

রবের বিধানের প্রতি আত্মসমর্পন ও আনুগত্য হল হল সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বার বিধানের প্রতি আত্মসমর্পন ও আনুগত্য করা, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যেমনিভাবে সৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদাহ করতে পারে না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতে পারেনা, যেমনিভাবে কোন মাখলুকের ইবাদত করা হয় না - ঠিক তেমনিভাবে যিনি চির প্রশংসনীয়, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, দয়াময়, পরম করুনাময় তাঁর বিধান, তাঁর আইন ছাড়া অন্য কোন বিধানের প্রতি সৃষ্টি আনুগত্য, আত্মসমর্পন করতে পারে না, স্বীকৃতি দিতে পারে না, মেনে নিতে পারেনা। মানুষ এমন কোন মাখলুকের বিধান মেনে নিতে পারেনা যে অবিবেচক, যালিম, অজ্ঞ। বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় সুভাষ যাকে দলিত-মথিত করেছে। যার হৃদয়কে উদাসীনতা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিয়েছে।

সুতরাং জ্ঞানীদের জন্য উচিত এ থেকে (আল্লাহর আইন ব্যাতীত অন্য আইনের শাসন) নিজেদের বাচিয়ে রাখা, কারন কুফরের পাশাপাশি এ তাদেরকে দাসত্বে আবদ্ধ করে এবং প্রবৃত্তির খেয়ালখুশি, স্বার্থ, ভুল আর ত্রুটির অনুযায়ী শাসিত হতে বাধ্য করে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرون

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে না তারাই কাফের"। (সূরা মায়েদা: ৪৪)

৬/ এ প্রকারের আইন যা বিভিন্ন গোত্রপতিরা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে বংশপরম্পরায় পেয়ে থাকে। যা বিভিন্ন কুসংস্কার ও কুপ্রথা। যে কুসংস্কার ও কুপ্রথা অনুযায়ী তারা আল্লাহর বিধানকে তোয়াক্কা না করে ফায়সালা করে থাকে। তারা এই সকল কুপ্রথা এবং কুসংস্কার অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন করার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আর রইলো আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধান অনুযায়ী ফায়সালাকারীর কুফরের দ্বিতীয় প্রকার যা তাকে মিল্লাত তথা দ্বীন থেকে বের করে দেয় না। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত উক্ত আয়াতের তাফসীর কুফরের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইবনে আব্বাস রাঃ এর বক্তব্য ছিল কুফরের নীচে কুফর অর্থাৎ ছোট কুফর। অর্থাৎ তিনি বলেন কুফর দ্বারা তোমরা যা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকো এখানে কুফর বলতে তা উদ্দেশ্য নয়।

এটি হল এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে ফেলে, কিন্তু তার এই বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানই কেবল সত্য বিধান। এবং সে যে ভুল করছে এবং সত্য পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে একথাও সে সত্য বলে জানে। যদিও এ পাপ তাকে মিল্লাত তথা দ্বীন থেকে বের করে দিবে না, তথাপি তা জিনা, মদ্যপান, চুরি, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি পাপ থেকে বড় গুরুতর এবং ভয়ংকর। কেননা আল্লাহ্ তাঁর

কিতাবের মাঝে যে পাপকে কুফর বলেছেন সে পাপ নিঃসন্দেহে ওই পাপ থেকে গুরুতর হবে যে পাপকে তিনি কুফর বলেননি[১]।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা যে তিনি মুসলমানদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বিধান অনুযায়ী ফায়সালা কে মেনে নেওয়ার উপর একত্রিত করেন। আর আল্লাহ উত্তম অভিভাবক এবং তিনি এতে সক্ষম।

১) এ ব্যাপারে বলা হয় যে, এটা ছোট কুফর যখন আল্লাহর বিধান ব্যতাঈত বিচার ফায়সালা করে এই বিশ্বাস সত্ত্বেও যে, সে পাপী এবং আল্লাহর বিধানই যথার্থ। আর এটা তার পক্ষ থেকে একবার বা অনুরূপ সংখ্যকবার প্রকাশিত হয়। **কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বা ধারাবাহিকভাবে এটা করে, সে কাফির। যদিও তারা বলে যে, 'আমরা ভুল করছি বা শরীয়াহর বিধানই অধিক, ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত।** (ফাতওয়া মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিম, ১২/২৭০)